পনেরশ শতাব্দীর মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব
শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা
আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** এর
মোবারক জীবনের আলোকিত অধ্যায়

আমীরে আহলে সুন্নাত এর জীবনী

(৬ষ্ঠ অংশ)

বান্দার হক সম্পর্কিত সতর্কতা

প্রথমে এটি পড়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن জীবন বইয়ের প্রতিটি পাতায় পাতায় আমাদের জন্য পথনির্দেশনার মাদানী ফুল থাকে। এরা হলেন ঐ ব্যক্তিত্ব, যাঁদের সকাল সন্ধ্যা আপন **রব তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় অতিবাহিত হতো। এই পবিত্র ব্যক্তিদের জীবনি আলোচনা করা, শুনা, শুনানো এবং তা প্রচার করা খুবই সৌভাগ্যের বিষয় আর **আল্লাহ তায়ালা** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি লাভের অনন্য মাধ্যম। সম্ভবত এই পবিত্র প্রেরণার আলোকেই লেখক ও সংকলকরা এই সকল বুযুর্গদের জীবনাচরন কলমবন্দি করেছেন, কিন্তু দু'একটি উদাহরন ছাড়া যদি দেখা হয়, তবে দেখা যাবে যে, আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের জীবনি ও খেদমতকে তাঁদেরই জীবদ্দশায় সংরক্ষন করতে বিফল হয়েছি।

আলা হযরত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার দ্বিতীয় হজ্বের সফরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সুতরাং তিনি বলেন: **এই ধরনের ঘটনা অনেক ছিলো কিন্তু স্মরন নেই। যদি তখনই লিখে নেয়া হতো তবে সংরক্ষিত থাকতো, কিন্তু আমার সাথীদের মাঝে এর কোন অনুভূতিও ছিলো না।** (মলফুযাতে আলা হযরত, ৪র্থ অংশ, ২০৯ পৃষ্ঠা) অপর এক স্থানে হজ্বের সফরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন: **"এই সকল ঘটনা এমন ছিলো যে, তা আমাকেই বলতে হবে, সাথীদেরও সামর্থ হতো এবং আসতে যেতে ও অবস্থানে সকল ব্যক্তিত্ব সম্পন্নদের ঘটনাবলী প্রতিদিন তারিখ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হলো, তবে আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর অসংখ্য নেয়ামতের স্মরন হতো, তারা করতে পারেনি আর আমি অনেক কিছু ভূলে গেছি। যে স্মরন এসেছে বর্ণনা করেছি, নিয়্যত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাই জানেন।"**

(মলফুযাতে আলা হযরত, ৪র্থ অংশ, ২২৫ পৃষ্ঠা)

এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রয়োজন অনুভব করলাম যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জীবদ্দশাতেই তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক কিতাব আকারে সংরক্ষন করে নেয়া হোক।

আল্লাহ তায়ালার দয়ায় আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের অধীনস্ত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিভাগের পক্ষ থেকে এই পর্যন্ত ৫টি রিসালা প্রকাশিত হয়েছে।

✯ **আমীরে আহলে সুন্নাতের জীবনি** (১ম পর্ব), ✯ **প্রাথমিক অবস্থা** (২য় পর্ব), ✯ **সুন্নাতি বিবাহ** (৩য় পর্ব), ✯ **ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ** (৪র্থ পর্ব), ✯ **জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় ১২৫টি মাদানী ফুল** (৫ম পর্ব) আর এবার **"আমীরে আহলে সুন্নাতের জীবনি"**র ৬ষ্ঠ পর্ব **"মানুষের অধিকার সম্পর্কীত সতর্কতা"** আপনাদের হাতে বিদ্যমান।

اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ৭ম পর্ব **"আমীরে আহলে সুন্নাত এবং ছন্দ জ্ঞান"** নামে খুব শীঘ্রই উপস্থাপন করা হবে।

আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া যে, আমাদের কিবলা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ছায়া তলে থেকে **"নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা"** করার জন্য মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল এবং মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশসহ সকল মজলিশকে উত্তোরত্তর সাফল্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **বিভাগ**
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
২৬ রমযানুল মুবারক ১৪৩২ হিঃ
২৭ আগষ্ট ২০১১ ইং

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দরূদ শরীফের ফযীলত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা **"যিয়ায়ে দরূদ ও সালামে" প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি বাণী উদ্ধৃত করেন: "যে ব্যক্তি দিন ও রাতে আমার প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসার কারণে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তার বদান্যতার দায়িত্বে একথা অপরিহার্য করে নেন যে, তিনি তার ঐ দিন ও ঐ রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিঃস্ব কে?

হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন **"সহীহ মুসলিম"** এ উদ্ধৃত করেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করেন: তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মাঝে যার নিকট টাকা পয়সা ও ধন সম্পদ নেই সেই নিঃস্ব। ইরশাদ করলেন: "আমার উম্মতের মাঝে নিঃস্ব সেই, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা এবং যাকাত নিয়ে আসবে এবং এভাবে আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, তাকে অপবাদ দিয়েছে, এর মাল খেয়েছে, তার রক্ত বইয়েছে, একে মেরেছে তখন তার নেকী থেকে কিছু এই মজলুমকে দিয়ে দেয়া হবে এবং কিছু ঐ মজলুমকে, অতঃপর যদি তার দায়িত্বে যে হক সমূহ ছিলো তা আদায় করার পূর্বে তার নেকী

সমূহ শেষ হয়ে যায় তবে সেই মজলুমদের গুনাহ নিয়ে সেই অত্যাচারীর উপর দিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে।"

(সহীহ মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৮১)

কেঁপে উঠুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, আসলে নিঃস্ব সেই, যে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও সদকা, দানশীলতা, কল্যাণময় কাজ এবং বড় বড় নেকীর পরও কিয়ামতে খালি হাতই রয়ে যাবে! যাদেরকে কখনো গালি দিয়ে, কখনো শরীয়তের বিনা অনুমতিতে ধমক দিয়ে, অসম্মান করে, অপমানিত করে, মারামারি করে, গোপনে জিনিষ নিয়ে জেনে শুনে তা ফেরত না দিয়ে, ঋণ খেলাফী করে, দাপট দেখিয়ে অসন্তুষ্ট করে দিয়েছে, তবে তার সকল নেকী সমূহ নিয়ে যাবে এবং নেকী শেষ হয়ে যাওয়া অবস্থায় তাদের গুনাহের বোঝা কাঁধে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

"সহীহ মুসলিম শরীফ" এ রয়েছে: **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে হক প্রাপ্তদের হক আদায় করতে হবে, এমনকি শিং বিহীন ছাগলকে শিং ওয়ালা ছাগল থেকে প্রতিশোধ নিয়ে দেয়া হবে।"

(সহীহ মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৮২)

উদ্দেশ্য হলো যে, যদি তুমি দুনিয়ায় লোকেদের হক আদায় না করো, তবে সর্বাবস্থায় কিয়ামতের দিন আদায় করবে, এখানে দুনিয়ায় সম্পদ দ্বারা আর আখিরাতে আমল দ্বারা, সুতরাং উত্তম এতেই যে, দুনিয়াতেই আদায় করে দাও, অন্যথায় আফসোস করতে হবে। **"মিরাত শরহে মিশকাত"** এ রয়েছে: "পশুরা যদিও শরয়ী বিধানের অনুসারী নয়, কিন্তু হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হক পশুদেরও আদায় করতে হবে।" (মিরাত, ৬/৬৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে ঋণের নামে মানুষের হাজারো বরং লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে নেয়া হয়। এখন তো এসব খুবই সহজ মনে হচ্ছে, কিন্তু কিয়ামতে অনেক কঠিন হয়ে যাবে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণীর সারমর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কারো মাত্র তিন পয়সা আত্মসাৎ করে নেয়, কিয়ামতের দিন এর পরিবর্তে সাত শত জামাআত সহকারে আদায়কৃত নামায দিয়ে দিতে হবে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৫/৬৯) জি হ্যাঁ! যে ব্যক্তি কারো ঋণ আত্মসাৎ করে, সে অত্যাচারী এবং খুবই ক্ষতিতে রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর হাদীস সংকলন গ্রন্থ **"তাবারানী"**তে উদ্ধৃত করেন: **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর সারাংশ হলো: "অত্যাচারীর নেকী মজলুমকে, মজলুমের গুনাহ অত্যাচারীকে দিয়ে দেয়া হবে।" (আল মু'জামুল কবীর, ৪/১৪৮, হাদীস নং- ৩৯৬৯)

নেকীর মাধ্যমে সম্পদশালী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বান্দার অধিকার ক্ষুন্ন করা আখিরাতের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর, হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন হারাব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অনেক লোক অধিকহারে নেকীর সম্পদ নিয়ে দুনিয়া থেকে ধনী হিসেবে বিদায় নিবে কিন্তু বান্দার হক ক্ষুন্ন করার কারণে কিয়ামতের দিন নিজের সকল নেকী হারিয়ে বসবে এবং এভাবেই গরীব ও অভাবী হয়ে যাবে।

(তাম্বিহুল মুগতারিন, ৫৩ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"কুতুল কুলুব"** এ বলেন: "অধিকাংশ লোকের (নিজের নয় বরং) অপরের গুনাহেই দোযখে পবেশের কারণ হবে, যা (ক্ষুন্ন করা হক আদায়ের কারণে) মানুষের উপর অর্পন করে দেয়া হবে। তাছাড়া অসংখ্য লোক (নিজের নেকীর কারণে নয় বরং) অপরের নেকী অর্জন করে জান্নাতে প্রবেশ করে নিবে।" (কুতুল কুলুব, ২/২৯২) প্রকাশ্য যে, অপরের নেকী অর্জনকারী সেই হবে, যার দুনিয়ায় মনকষ্ট

এবং অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে। এভাবে কিয়ামতের দিন মজলুম ও দুঃখীরা উপকারেই থাকবে।

আমি তোমার কান মলে দিয়েছিলাম

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی বান্দার হকের ব্যাপারে কিরূপ সংবেদশীল ছিলেন, তার অনুমান এই বর্ণনা দ্বারা করুন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর এক গোলামকে বললেন: আমি একবার তোমার কান মলে দিয়েছিলাম, তাই তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নাও। **(রিয়াযুন নদ্বরা ফি মানকিবিল আশরা, ৩য় অংশ, ৪৫ পৃষ্ঠা)**

সুঁই ফিরিয়ে না দেয়ার পরিণাম

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: আমাকে কল্যাণ দান করেছেন কিন্তু (বর্তমানে) একটি সুঁইয়ের কারণে আমাকে জান্নাতে যাওয়া আটকে দেয়া হয়েছে, যা আমি গোপনে নিয়েছিলাম এবং তাকে ফেরৎ দিতে পারিনি। **(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাঈর, ১/৫০৪)**

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং বান্দার হক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা বান্দার হকের গুরুত্ব অনুধাবন করলেন। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যেমনিভাবে হুকুকুল্লা তথা **আল্লাহ তায়ালা**র হকের ব্যাপারে খুবই সচেতন, তেমনিভাবে হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হকের ব্যাপারেও অতিশয় সাবধানী। তিনি বলেন: **আল্লাহ তায়ালা**র হক যদি **আল্লাহ তায়ালা** চায় তবে **তাঁর** দয়ায় ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু বান্দার হকের ব্যাপার খুবই কঠিন, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বান্দা যার হক ক্ষুন্ন করা হয়েছে, ক্ষমা করবে না, **আল্লাহ তায়ালা**ও ক্ষমা করবে না। যদিওবা এই বিষয়টি **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য আবশ্যক নয় কিন্তু **তাঁর** ইচ্ছা এটাই

যে, যার হক ক্ষুন্ন করা হয়েছে, সেই মজলুম থেকে ক্ষমা চেয়ে তাকে রাজি করা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী সতর্কতার সম্বলিত পঁচিশটি (২৫) ঈমানোদ্দীপক ঘটনা ও প্রজ্ঞাময় বাণী

(১) মাদানী সমাধান

হায়দারাবাদের (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) (মরহুম) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ মুহাম্মদ ইয়াকুব আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه একবার আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাক্ষাতের জন্য মারকাযুল আউলিয়ায় (লাহোর) উপস্থিত হলেন। সাক্ষাতের সময় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু লিখার প্রয়োজন পরলো তখন মরহুম তাঁকে তার কলম প্রদান করলেন। হায়দারাবাদ ফিরার সময় তিনি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে একটি চিরকুট পেলেন, যার কপি উপস্থাপন করলাম।

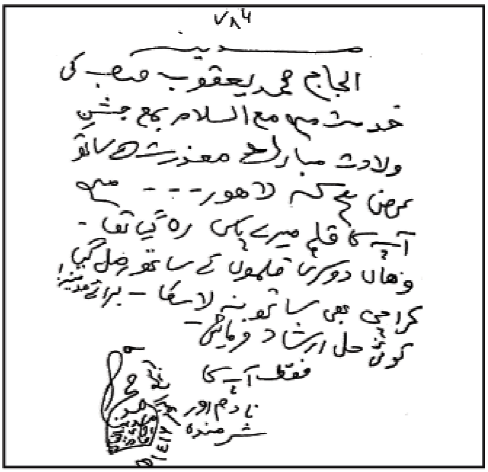

৭৮৬
মদীনা

আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইয়াকুব এর খেদমতে সালাম ও জশনে বিলাদতের মুবারকবাদ, দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, লাহোর..... আপনার কলম আমার নিকট রয়ে গিয়েছিলো। সেখানে অন্যান্য কলমের সাথে রয়ে গেছে, করাচীও সাথে আনিনি। দয়া করে কোন সমাধান বলে দিন।

আপনার নিকট
অনুতপ্ত ও
লজ্জিত

এই চিরকুটের লেখায় হুকুকল ইবাদ তথা বান্দার হকের সতর্কতার সুগন্ধির পাশাপাশি চাওয়া থেকে বিরত থাকার সুবাশও স্পষ্ট অনুভূত হয়। অন্য কেউ হলে হয়তো এরূপ লিখতো যে, আপনি চাইলে ক্ষমা করে দিন কিন্তু তিনি লিখলেন **"কোন সমাধান বলে দিন"** যেনো চাওয়া থেকে বিরত থাকা যায়।

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) কার্পেটের সুতা

উল্লেখিত বিষয়টি সম্পর্কে চিরকুট প্রেরণের ঘটনাটি কোন এক সময় মারকাযী মজলিশে শূরার সাবেক নিগরান (মরহুম) হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে শুনানো হলো তখন তিনিও একটি চিরকুট দেখালেন, যাতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কিছুটা এভাবে লিখেছিলেন:

"সালাম, পরসমাচার হলো যে, আপনার এলাকায় **"গেয়ারভী শরীফ"** এর মাহফিল ছিলো। আমি যেখানে বসেছিলাম, সেই কার্পেটের একটি সুতা আমার হাতে ছিড়ে গিয়েছিলো। এটি হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হকের ব্যাপার। যেই ডেকোরেশের কার্পেট ছিলো তার নিকট আমার পক্ষ থেকে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিবেন, যদি ক্ষমা না করে তবে আমি স্বয়ং ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হয়ে যাবো। মেহেরবানি করে আমাকে দ্রুত তা অবহিত করুন।"

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) পেইন্টারের নিকট দুঃখ প্রকাশ

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রথমদিকে করাচীর একটি মসজিদে ইমামতি করতেন। তাঁর মসজিদের হুজরায় নিজের নামের ফলক

লাগানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো, তখন তিনি লিখিতভাবে নিজের নাম **"মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী রযবী"** পেইন্টারকে দিলেন এবং পারিশ্রমিকও নির্ধারন করে নিলেন। যখন তিনি সেই প্লেট নিতে গেলেন তখন পেইন্টারের কর্মচারীকে বললেন যে, কাদেরী রযবীর সাথে **"যিয়ায়ী"** শব্দটিও যোগ করে দিন (যেনো পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদুনা যিয়াউদ্দীন মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি সম্পর্কও প্রকাশ পায়)।

সেই কর্মচারী এই শব্দটি যোগ করে দিলেন এবং তিনি পূর্বে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দিয়ে ফিরে এলেন। অতঃপর হঠাৎ মনে পরলো যে, আমি তো হক ক্ষুন্ন করে ফেলেছি অর্থাৎ পারিশ্রমিক নির্ধারন করার পর **"যিয়ায়ী"** শব্দটি আর তাও পেইন্টারের অনুমতি ছাড়া তার কর্মচারীকে দিয়ে লিখিয়েছি, আর প্রকাশ্য যে, পারিশ্রমিক নির্ধারন করার পর কোন শব্দ যোগ করার অধিকার ছিলো না, এই বৃদ্ধিতে রংও ব্যবহার হয়েছে আর তার কর্মচারীর সময়ও ব্যয় হয়েছে। একথা ভেবে তিনি চিন্তায় পরে গেলেন এবং আবারো পেইন্টারের নিকট গিয়ে তাঁর চিন্তার কথা বললেন আর বললেন যে, **"দয়া করে! আপনি আরো কিছু টাকা নিন বা শব্দ যোগ করার বিষয়টি ক্ষমা করে দিন।"** তাঁর এই আচরন দেখে পেইন্টার আশ্চার্য হয়ে গেলেন এবং সে তাঁকে ক্ষমা করার পাশাপাশি খুবই ভক্তি প্রকাশ করলো এবং এই দোয়া করলো যে, **"আল্লাহ! আমাকেও তাঁর মতো বানিয়ে দাও।"**

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) পুলিশের খোঁজ

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এক রাতে সেহেরীর সময় কোথা হতে বাড়ি ফিরে আসছিলেন, তাঁর কাফেলার গাড়িতে একটি এলাকায় পুলিশ আটকালো এবং চেক করার জন্য জোড় করতে লাগলো। তাকে আবেদন করা

হলো যে, সেহেরীর সময় শেষের পথে তাই আপনি চেক না করেই যেতে দিন, কিন্তু সে এর অনুমতি দিতে অস্বীকার করে দিলো বরং সে আরো বেশি সন্দেহ করতে লাগলো যে, এই মাস তো রমযান মাস নয়, সুতরাং সে অনেক্ষণ চেক করলো, যার কারণে সেহেরীর সময় শেষ হয়ে গেলো।

চেকিং শেষ হওয়ার পর এক পুলিশ দুঃখিত হওয়ার ভঙ্গিতে বললো: **"কি করা! এটাই আমাদের ডিউটি।"** আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুখ ফসকে এই বাক্যটি বের হয়ে গেলো; **"আহ! যদি আপনারা একে দায়িত্ব মনে করতেন!"** যখন কাফেলা বাড়ি পৌঁছলো তার কিছুক্ষণ পর ইসলামী ভাইয়েরা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে খুঁজতে লাগলেন, কেননা তাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছিলো না। কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাইরে থেকে আসলেন এবং বললেন যে, "আমি সেই পুলিশকে একথা বলে দিয়েছি যে, **"আহ! যদি আপনারা একে দায়িত্ব মনে করতেন"** হতে পারে এতে তার মনে কষ্ট পেয়েছে, সে তো ডিউটি করেছে। তাই আমি তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বের হয়েছিলাম।"

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) মুবাল্লিগের সংশোধন

এক মুবাল্লিহ ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রাথমিক দিকে মাদানী কাফেলায় সফরের সময় চা পান করার জন্য একটি হোটেলে গেলাম, তখন আমি সামনে রাখা লবন সামান্য মুখে লাগালাম। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সাথেসাথে বললেন: "এটা আপনি কি করেছেন? রীতি অনুযায়ী এই লবন খাবার খাওয়া ব্যক্তিদের জন্যই রাখা হয়।" অতঃপর তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কাউন্টারে মুবাল্লিগকে সাথে নিয়ে গিয়ে হোটেলের মালিককে বললেন: **"আপনারা লবণ সাধারনত খাবার খাওয়া ব্যক্তিদের জন্য**

রাখেন কিন্তু এই ইসলামী ভাই তা সমান্য মুখে দিয়ে দিয়েছে আর আমরা শুধু চা পান করার জন্যই এসেছিলাম, সুতরাং তাকে ক্ষমা করে দিন।" হোটেলের মালিক তা শুনে আশ্চার্য হয়ে গেলো যে, এই যুগে এতো সতর্কতা কে অবলম্বন করে? অতঃপর সে বললো: **"হুযুর! কোন ব্যাপার না।"**

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬) লাইনে দাঁড়াতে সতর্কতা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১৪০০ হিজরীতে হারামাঈনে তায়্যিবাঈনের যিয়ারতের ইচ্ছা পোষন করেন এবং তাঁর পাসপোর্ট ভিসার জন্য জমা করিয়ে দেন। ভিসা লেগে যাওয়ার পর যখন তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর পাসপোর্ট আনার জন্য সংশ্লিষ্ট এম্বেসিতে গেলেন তখন ভিসা সংগ্রহকারীদের দীর্ঘ লাইন লেগে গিয়েছিলো। তিনি লাইনেই দাঁড়িয়ে গেলেন। কোন পরিচিত ট্রাভেল এজেন্টের (Travel Agent) দৃষ্টি তাঁর উপর পরলো যে, এতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েও বিনয় সরূপ লাইনে দাঁড়িয়ে গেছেন তখন সে সালাম করার পর আরয করলো: **"হুযুর লাইন অনেক লম্বা, আপনার কয়েক ঘন্টা রোদে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে, আসুন আমি আপনাকে (পরিচিত হিসেবে) জানালা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিই।"** (অন্য কেউ হলো হয়তো তার মন দুলে উঠতো যে, কড়া রোদ থেকে মুক্তি অর্জনের পাশাপাশি সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে) কিন্তু তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খুবই বিনয়ের সহিত মানা করে দিলেন, এই কারণেই যে, যদি তিনি তার আবেদন গ্রহন করে আগে চলে যেতেন তবে পূর্বে থেকেই লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের হক ক্ষুন্ন হয়ে যেতো।

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭) অচেনা পাত্র

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা যে, (৭ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৩৭ হিজরী, ৩১ অক্টোবর ২০০৬ ইং) রোজ মঙ্গলবার বাবুল মদীনায় (করাচী) সেহেরীর সময় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দস্তরখানায় প্লাস্টিকের পাত্র দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কার? খাদিম ইসলামী ভাই আরয করলেন: হুযুর এটি আমাদেরই। তিনি উপস্থিত ইসলামী ভাইদের উৎসাহ প্রদান পূর্বক বললেন যে, **"আমার নিকট এই পাত্রটি অচেনা ছিলো তাই সন্দেহ হলো যে, অসতর্কতায় কারো ঘর থেকে পাঠানো পাত্র আমরা ব্যবহার করছি না তো। কেননা কারো ঘর থেকে তাবারুক ইত্যাদি পাঠানোতে পাত্রও আসে কিন্তু শরয়ীভাবে তা ব্যক্তিগত ব্যবহার করা নিষেধ। তাই আমি জেনে নিশ্চিত হয়ে নিলাম।"**

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮) অনন্য বয়ান

পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো যে, ১৯৮২ সালের কথা, আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে সম্পৃক্ততার প্রাথমিক সময় ছিলো এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না। আমার ড্রাগ কলোনীর একটি মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিলো। একবার আমরা পরামর্শ করে নিজেরাই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে না জানিয়েই ফজরের নামাযে ঘোষনা করে দিলাম যে, আজ মাগরীবের নামাযের সময় আমাদের মসজিদে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ান হবে। অতঃপর যোহরের নামাযের পর আমরা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে বয়ানের কথা জানাতে নূর মসজিদে গেলাম, তখন তিনি সেখানে ছিলেন না।

আমরা কাউকে একটি চিরকুট লিখে দিলাম যে, এটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে দিবেন। এতে লিখেছিলাম যে, আমরা আজ মাগরীবের নামাযের পর আমাদের মসজিদে আপনার বয়ান রেখেছি এবং এর ঘোষনাও করে দিয়েছি। আমরা আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম কিন্তু আপনি উপস্থিত ছিলেন না, তাই এই চিরকুট দিয়ে যাচ্ছি, আপনি মাগরীবের সময় অবশ্যই তাশরীফ নিয়ে আসবেন। মাগরীবের নামাযে অনেক লোক অংশগ্রহন করেছিলো। কিছুক্ষণ পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কাফেলা সহ তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং বয়ান করেন, আমরা যখন স্বাক্ষাত করার জন্য উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম যে, বয়ানের জন্য চিরকুট আমরাই নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুচকি হেসে ডায়েরী বের করে দেখালেন যে, আমি পুরো মাসের বয়ানের তারিখ দিয়ে রেখেছি। এখনও আমার বয়ান অন্য কোন মসজিদে ছিলো কিন্তু আমি চিরকুটটি পড়ে অনুমান করলাম যে, এটা কোন নতুন ইসলামী ভাই হবে। এই ভেবে যেনো মন ভেঙ্গে না যায় তাই এসে গেছি এবং অন্য মসজিদে যেহেতু যিম্মাদাররাই বয়ান রেখেছিলো, সেখানে অন্য মুবাল্লিগের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! উৎসগিত হয়ে যান তাঁর বিনয় এবং ইনফিরাদী কৌশিশের ধরনের প্রতি। এমন মনে হয় যে, তাঁর বিলায়তের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির আলোকিত ভবিষ্যৎ দেখছেন, তাই তো অনন্য পদ্ধতিতে বয়ান করার জন্য পৌঁছে গিয়েছিলেন, সেই ইসলামী ভাইয়ের ছেলে জামেয়াতুল মদীনা থেকে দরসে নিজামী সম্পন্ন করে কিছুদিন দারুল ইফতায় তার খেদমত দিতে থাকে এবং এই পর্যন্ত সেই দু'জন সৌভাগ্যবান পিতা-পুত্র পাকিস্তান ইন্তিযামী কাবীনার রুকন (সদস্য) হিসেবে মাদানী কাজের বরকত দ্বারা ধন্য হয়ে অপরকেও ধন্য করছেন।

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৯) হাজারো মানুষের সামনে ক্ষমা

মুযাফফরগড় (পাঞ্জাব) এর গ্রাম গুজরাটের অধিবাসী এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: সম্ভবত ১৯৮৮ সালে জানতে পারলাম যে, কিবলা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"কোট আদ্দু"** বয়ানের জন্য তাশরীফ নিয়ে আসছেন। আমার চাচা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে আরয করলেন: হুযুর! মুলতান থেকে **"কোট আদ্দু"** যাওয়ার পথে আমাদের গ্রাম আসে, যদি দয়া করে আমাদের ঘরে দাওয়াত গ্রহন করেন তবে মেহেরবানী হবে। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দয়া করে হ্যাঁ বলে দিলেন এবং এভাবে আমাদের গ্রামে আসা নির্ধারিত হলো। পুরো পরিবারে আনন্দের বন্যা বইয়ে গেলো এবং গ্রামে চারিদিকে সাড়া পরে গেলো যে, যুগের একজন অলী তাশরীফ নিয়ে আসছেন। পরিবারের লোকেরা খুশিতে নতুন কাপড় পরিধান করলো, ঘর পরিস্কার পরিছন্ন ও সাজানোর ব্যবস্থা করা হলো এবং উঠানে পানির ছিটিয়ে দেয়া হলো। ব্যবস্থা হতে থাকলো কিন্তু তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাশরীফ নিয়ে আসতে পারলেন না। সবাই চিন্তায় পরে গেলো **"আল্লাহ ভাল করুন"**, সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আব্বাজান ও চাচাজান ইজতিমায় অংশগ্রহন করার জন্য **"কোট আদ্দু"** রওয়ানা হলেন।

ইজতিমা অনেক বড় ছিলো, যখন আমীরে আহলে সুন্নাত মঞ্চে তাশরীফ নিলেন এবং তাঁর দৃষ্টি আমার চাচার উপর পরলো তখন তিনি হাজোরো মানুষের সামনে চাচার সামনে করজোড় হলেন এবং বললেন: আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমি আপনার ঘরে উপস্থিত হতে পারিনি, পরে জানতে পারি যে, ড্রাইভার ভূলে করে **"কোট আদ্দু"** যাওয়ার জন্য সেই পথ ব্যবহার করেছিলেন, যেই পথে আমাদের গ্রামে আসা যায় না এবং তারা অন্য পথে **"কোট আদ্দু"** আসেছিলো। আর এখন এত দেরী হয়ে গেছে যে, ফিরে যাওয়ার উপায় ছিলো না।

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০) আমি আত্তারী কেন হলাম

বাবুল মদীনার (করাচী) একজন ডাক্তার সাহেবের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে যে, আমার লিয়াকত ন্যাশনাল হাসপাতালে (করাচী) ডিউটি ছিলো। একবার কোন এক আলিম সাহেব এসেছিলো এবং আমি তার সামনে আমার **"আত্তারী"** নাম জানতে পেরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, **"আপনি কি ইলইয়াস কাদেরী সাহেবের"** মুরীদ। আমি আরয করলামধ জি হ্যাঁ এবং আমার মুরীদ হওয়ার ব্যাপারটিও অন্য রকম। হলো কি, একদিন কিবলা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কোন এক মুরীদের অসুস্থতায় দেখতে আমাদের এখানে তাশরীফ নিয়ে আসেন। আমার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অটোগ্রাফ নেয়ার পাগলকরা একটি শখ ছিলো, যার কারণে আমি হাসপাতালের একটি রেজিস্টার আলাদা করে রেখেছিলাম। আমি ফিরে যাওয়ার সময় সেই রেজিস্টার খুলে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সামনে দিলাম যে, অটোগ্রাফ দিয়ে ধন্য করে দিন। তিনি রেজিস্টার বন্ধ করার পর তাঁর পকেট থেকে মাদানী প্যাড বের করলেন এবং এতে যা লিখলেন তার সারাংশ হলো যে, এই রেজিস্টার হাসপাতালের কাজের জন্য নির্ধারিত, আপনাকে অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য দেয়া হয়নি। পাশাপাশি কিছু দোয়াও লিখে সেই চিরকুটটি আমাকে দিলেন। আমি এতই প্রভাবিত হলাম যে, সাথেসাথেই তাঁর মুরীদ হয়ে **"আত্তারী"** হয়ে গেলাম।

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১১) ট্রাকের নুড়ি

নওয়াব শাহর (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে যে, একবার আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে কয়েকজন ইসলামী ভাই কোথাও যাচ্ছিলো। সৌভাগ্যক্রমে আমিও তাদের সাথে

ছিলাম।একটি গলি দিয়ে যাওয়া সময় দেখলাম সমনে নুড়ি পরে আছে। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বললেন যে, যদি এদিকে যাই তবে সম্ভাবনা রয়েছে যে, কিছু নুড়ি ছড়িয়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে, তাই ভাল হয় যদি আমরা অন্য পথ দিয়ে বের হয়ে যাই, সুতরাং আমরা অন্য গলি দিয়ে গেলাম।

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২) আজমেরী গরু

হায়দারাবাদের (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে যে, আমার ১৪২০ হিজরী অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে আশিকানে রাসূলের সাথে ভারতে সফর করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নূরানী মাযার যিয়ারতের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বগিতে যে কাফেলা রওয়ানা হয়েছিলো আমিও সৌভাগ্যক্রমে এতে ছিলাম। রাত প্রায় ৩টায় স্টেশনে পৌঁছে নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার জন্য পায়ে হেঁটে যাত্রা করলাম। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খালি পায়ে ছিলেন, এটা দেখে প্রায় সকল অংশগ্রহনকারীও আদব রক্ষার্থে নিজের পায়ের সেন্ডেল খুলে ফেললো। চলতে চলতে যখন একটি গলিতে প্রবেশ করতে লাগলাম তখন দেখা যে, **"কয়েকটি গরু"** বসে আছে। তিনি কাফেলাকে সামনে অগ্রসর হতে বারণ করে বললেন যে, আমরা এই গলি দিয়ে গেলে **"গরুগুলো"** আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে যাবে, তাদের খাড়া কান এই বিষয়টি নিশ্চিত করছে। অবশেষে নির্দিষ্ট স্থানে যেতে আমরা অন্য গলিতে প্রবেশ করলাম।

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শুধু নিজের বান্দাদের হকের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতেন না বরং সংশ্লিষ্টদেরও মনযোগ আকৃষ্ট করে উৎসাহ ব্যঞ্জক মাদানী ফুল প্রদান করে ধন্য করতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বাণী লক্ষ্য করুন।

(১৩) সাদায়ে মদীনার সময় সতর্কতা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: ফজরের আযানের পর মেগাফোন ব্যতীত দুই জন করে ইসলামী ভাই সাদায়ে মদীনা লাগান। (মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষায় সাদায়ে মদীনা লাগানো বলা হয়)। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: কিন্তু এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যে, এমন জোড়ে আওয়াজ যেনো না হয় যে, রোগী, শিশু এবং যেসকল ইসলামী বোনেরা ঘরে নামাযে লিপ্ত আঝে বা পড়ে আবারো শুয়ে পরেছে, তাদের কষ্ট না হয়। দরস ও বয়ান করা, নাত শরীফ পড়া এবং স্পিকার চালানো ইত্যাদিতে সর্বদা নামাযিদের, তিলাওয়াতকারীদের এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা শরয়ীভাবে ওয়াজিব। এমন যেনো না হয় যে, আমরা প্রকাশ্য ইবাদত দ্বারা খুশি হয়ে যাচ্ছি কিন্তু এতে অপরের কষ্টের কারণে হয়ে আসলে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ গুনাহগার এবং দোযখের অধিকারী হয়ে যাচ্ছি।

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৪) আকুল আবেদন

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"নাতখানীর ১২টি মাদানী ফুল"** রিসালার শেষে বান্দার হক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মনযোগ আকৃষ্ট করে বলেন: উত্তম হচ্ছে যে, মহল্লায় স্পিকার ছাড়াই নাতখানী করা, নিজের

আগ্রহ ও উদ্দীপনার কারণে মহল্লাবাসীদের কষ্ট না দেয়া। অনেক শিশুর ঘুম খুবই কাঁচা হয়ে থাকে, তারা সামান্য আওয়াজও সহ্য করতে পারে না, সাথেসাথেই কান্না শুরু করে দেয়, যার কারণে পরিবারের লোকদের খুবই পেরেশানি পোহাতে হয়, তাছাড়া ঘরে এরূপ রোগীও থাকে, যে বেচারারা ঘুমের ঔষধ খেয়ে বিছানায় পরে থাকে। শিক্ষার্থীদের সকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্যদের কাজকর্মে যেতে হয়। এমতাবস্থায় যদি মহল্লায় **"সাউন্ড সিস্টেমে"** উচ্চ আওয়াজে মাহফিল অব্যাহত থাকে তবে অসহায় ও রোগীদের কঠোরভাবে মনে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রায় ভদ্রতা বা ইজতিমা পরিচালনাকারীদের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে ভয়ে চুপ করে থাকে।

স্পিকারের কান ফাটানো আওয়াজের প্রতিবাদকারীদের জন্য এরূপ উদাহরণ দেয়া উচিৎ নয় যে, **"বিয়ে শাদীতেও লোকেরা সিনেমার গান উচ্চ আওয়াজে চালিয়ে থাকে, তাদেরকে কেউ কোনো নিষেধ করে না! আমরা প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর নাতখানী করছি, আর মানুষের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"** مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ এটা প্রকাশ্য অপবাদ। কোন মুসলমান যতই গুনাহগার হোক না কেনো, তার কখনোই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতখানীতে কষ্ট হতে পারে না। অভিযোগ শুধুমাত্র স্পিকারের আওয়াজে। যেই **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমরা নাতখানী করছি এবং এতে শুধুমাত্র **"মজা"** নেওয়ার জন্য সাউন্ড সিস্টেম লাগানো হয়, যদি এই কারণে প্রতিবেশি কষ্ট পায় তবে নিঃসন্দেহে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও সন্তুষ্ট হবেন না। দুই একজন মহল্লাবাসীর অনুমতি নিয়ে নেওয়াও যথেষ্ট নয়। দুগ্ধপোষ্য শিশু, তাদের মা এবং মাথা ব্যাথায় কাতর, জ্বরে উত্তপ্ত এবং বিছানায় অস্থিরভাবে কাতরানো রোগী থেকে কে অনুমতি নিয়েছে? তাছাড়া এটাও বাস্তবতা যে, সিনেমার গানের আওয়াজও মানুষকে কষ্ট দেয় কিন্তু ভয়ে ধৈর্য ধরে চুপচাপ থাকে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: "সম্ভবত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রাথমিক দিকের কথা, আমার প্রতিবেশী অনেক জোড়ে গান বাজাতো। আমার এতে খুবই কষ্ট হতো, এমনকি একবার তো আমি কেঁদে দিয়েছি। তাকে বুঝাতাম কিন্তু আমার অসহায়ত্বের প্রতি তার দয়া হতো না। **আল্লাহ তায়ালা** সেই বেচারাকে ক্ষমা করে দিক।" এখন সকল দুঃখী দোয়া দিবে এটাও জরুরী নয় বরং কারো বিবাহের সময় হওয়া ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে সাউন্ড সিস্টেমের আওয়াজে যদি কোন বৃদ্ধ রোগী কষ্ট পায় তবে হতে পারে সে বদদোয়া করলো এবং এভাবে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ বিবাহিতদের পরিবারে অশান্তি এসে যাবে! যাই হোক, এটা আমাদের সকলকে মনে রাখা উচিৎ যে, বান্দার হকের ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালা** খুবই কঠোর। ইবাদতেও বান্দার হকের বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে, এমনকি যদি ঘুমন্ত ব্যক্তির কষ্ট হয় তবে উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করারও শরীয়তে অনুমতি নেই। অনুরূপভাবে রোগীদের ও ঘুমন্তদের কষ্ট হয় তবে স্পিকার নয় বরং খালি গলায়ও উচ্চ আওয়াজে নাত শরীফ পাঠ করা যাবে না এবং এরূপ পরিস্থিতিতে ইকো সাউন্ড আরো কঠিনভাবে কষ্ট দেয়। **আল্লাহ তায়ালা** আমরা মুসলমানদের একগুয়েমী এবং অযথা জেদ করা থেকে মুক্ত করে দিন।

দিল মে হো ইয়াদ তেরী গোশায়ে তানহায়ি হো
ফির তো খলওয়াত মে আজিব আঞ্জুমান আ'রাঈ হো

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) সমস্যার সমাধান

মীরপুর খাসের (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এক ইসলামী ভাই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলেন, তখন তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাকে বললেন: "আপনার শহরের এক ইসলামী ভাই সাক্ষাতের জন্য লাইনের মাঝখানে ঢুকে গিয়েছেলো। সে নিকটে আসলে আমি

তার সাথে সাক্ষাত করিনি কেননা এতে ঐসকলের হক ক্ষুন্ন হয়ে যেতো যারা প্রথম থেকেই লাইনে ছিলো। আমার মনে হয় সে মনে কষ্ট পেয়েছে, হতে পারে সে অসন্তুষ্টও হয়ে গেছে, তাকে খুঁজুন যাতে আমি তার থেকে ক্ষমা চাইতে পারি।"

সেই ইসলামী ভাই আরয করলেন: **"হুযুর! এখন তাকে সম্ভবত পাওয়া নাও যেতে পারে।"** তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বললেন: "যেকোন ভাবেই তাকে খুঁজুন।" সুতরাং সেই ইসলামী ভাই অনেক খোঁজাখুজির পর হতাশ হয়ে ফিরে এলো। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বললেন: "আপনি যখন বাড়ি ফিরে যাবেন তখন তাকে খুঁজে ফোনে বা লিখিতভাবে আমাকে ক্ষমা করার **"সুসংবাদ"** দিলে আমার প্রতি বড়ই দয়া হবে।"

কিছুদিন পর সেই ইসলামী ভাইকে পেয়ে গেলাম। যখন তাকে সম্পূর্ণ বিষয় বললাম তখন সে কেঁদে দিলো যে, আমি কখনোই আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে অসন্তুষ্ট হতে পারিনা। অতঃপর বলতে লাগলো: আমার এতো ক্ষমতা কোথায় যে, আমি এভাবে (ক্ষমাপত্র) লিখে দিবো। এরপর সে কিছু লিখলো এবং সুগন্ধি লাগিয়ে সেই মুবাল্লিগকে নিজের চিঠিটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর খেদমতে দেয়ার জন্য দিয়ে দিলো। যখন সেই মুবাল্লিগ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সেই ইসলামী ভাইকে পেয়েছি, তখন তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সেই মুবাল্লিগকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিলেন এবং খুবই খুশি হলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: **"সে কি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে?"** মুবাল্লিগটি সেই ইসলামী ভাইয়েরা লিখাটি দিলেন তখন তিনি তা পাঠ করলেন এবং চুমু দিলেন অতঃপর বললেন: **"আপনি আমার অনেক বড় একটি সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালার অনেক দয়া হয়েছে, এর কারণে আমি অনেক মানসিক কষ্টে লিপ্ত ছিলাম।"**

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

(১৬) চমৎকার সতর্কতা

দাওরায়ে হাদীসের এক শিক্ষার্থীর ফতোয়ায়ে রযবীয়ার একটি খন্ড কিছুদিন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অধ্যয়নে ছিলো। তিনি ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফের খন্ডটি একটি চিরকুটসহ যখন ফিরিয়ে দিলেন তখন শিক্ষার্থীটি চিরকুটটি পড়ে চরম ধাক্কা খেলো এবং পরম প্রেরণায় চোখের পলক ভিজে গেলো। এই চিরকুটটিতে এরূপ লিখা ছিলো:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সাগে মদীনা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে আমার প্রিয় মাদানী বৎস ..... আত্তারী زِيْدَ مَجْدُه এর খেদমতে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ সালাম।

আপনার ফতোয়ায়ে রযবীয়া .. খন্ড থেকে কাঙ্ক্ষিত ইবারত ছাড়াও উপকারীতা অর্জন করেছি, বিশেষ বিশেষ বাক্য ও বিশ্লেষণের নিচে লাইন টানার অভ্যাস রয়েছে কিন্তু অনুমতি না থাকার কারণে তা খেবে বিরত ছিলাম কিন্তু অসতর্কতা বশত একটি পৃষ্ঠার উপরের দিকে সামান্য কাজ ছিড়ে গেছে, এর জন্য খুবই দুঃখিত ও লজ্জিত, আশা করি ক্ষমা ভিক্ষা দেয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না। কাগজ এতই কম ছিড়েছে যে, সম্ভবত খুঁজেও পাবেন না। এটা ছাড়াও যা হক ক্ষুন্ন হয়েছে ক্ষমা করে দিন। দেনা হলে উসুল করে নিন। (চিরকুটটির কপি) নিম্নে দেয়া হলো)

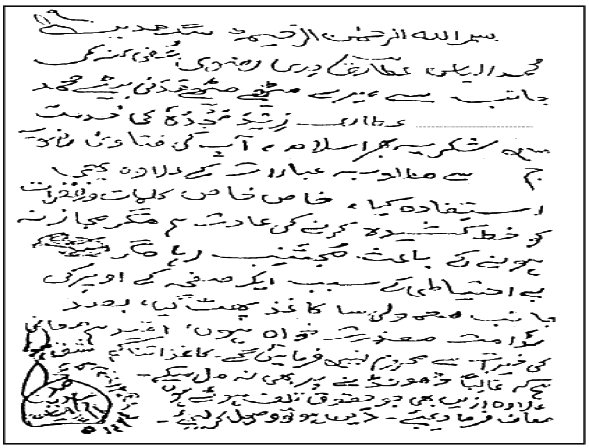

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৭) খাদিমদের থেকে ক্ষমা প্রার্থনা

১৪ শা'বানুল মুয়াজ্জম ১৪২৪ হিজরী তিনি সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা রক্ষী, খাদিম এবং সকল ইসলামী ভাইদেরকে চিরকুট প্রদান করলেন, যাতে খুবই বিনম্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছিলো। এতে লিখা ছিলো:

যাদের সম্ভব হয় পাঠ করে শুনিয়ে দিন:

সকল নিরাপত্তা রক্ষী, খাদিমগণ, কিতাবখানার সকল ইসলামী ভাইদের খেদমতে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

আহ! গুনাহে ভরা আমল নামার পরিবর্তন

আমার মুখ বা হাত অথবা শরীরের যেকোন অঙ্গ দ্বারা যার যা কষ্ট হয়েছে, দয়া করে মদীনার মাটির উসিলায় ক্ষমা করে দিন, ঐসকল ব্যাপার যাতে আপনাদের মনে কষ্ট বা হক ক্ষুন্ন হয়েছে তা থেকে ক্ষমার ভিখারী হয়ে লিখিতভাবে আপনাদের খেদমতে উপস্থিত, আমার আঁচলে ক্ষমার ভিক্ষা ঢেলে দিয়ে **আল্লাহ তায়ালার** দরবারেও আমার মাগফিরাতের সুপারিশ করে দিন। আমি আমার হক সকল মুসলমানকে অগ্রীম ক্ষমা করে দিয়েছি।

(চিরকুটটির কপি হুবহু লক্ষ করুন)

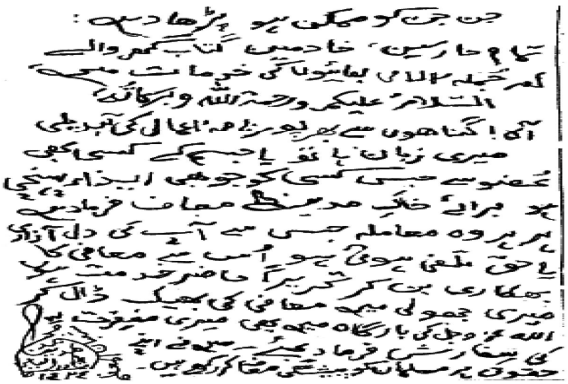

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৮) ৫ টাকা ফেরত দিতে হবে

হায়দারাবাদের (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) একজন মুবাল্লিগ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একটি চিঠি সম্পর্কে বলেন, যা (১৫/০৩/১৯৭৯ সালে) ব্যবসায় কাজে পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠিতেও তিনি বান্দার হক সম্পর্কে সতর্কতা এবং নেকীর দাওয়াত পেশ করতে দেখা যায়। সম্ভবত মাল পাঠানো ব্যাপারে টাকা নির্ধারন হওয়ার পর বাহন ৫ টাকা কমে পেয়ে গিয়েছিলেন, তাই চিঠিতে সালামের পর এরূপ লিপিবদ্ধ ছিলো:

৫ টাকা ফেরত দেয়া আবশ্যক তা আমার নিকট রয়ে গেছে, মাল ভালভাবে দেখে নিন, গুনে নেয়া সম্ভব হলে অবশ্যই গুনে নিন, কম বেশি বা ক্ষতি হলে তাও অবশ্যই লিখুন, অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য গুরুত্বারোপও করেছেন।

এই লিখা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শুরু থেকেই এই উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** কে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন, যার বরকতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং এই মাদানী সংগঠন দুনিয়া জুড়ে মাদানী ইনআমাতের সুবাশে সুবাশিত মাদানী কাফেলার মাধ্যমে কোরআন ও সুন্নাতের দাওয়াতকে প্রসার করার জন্য সদা সচেষ্ট। (এই চিঠিটির কিছু অংশ অপর পৃষ্ঠায় দেয়া হলো)

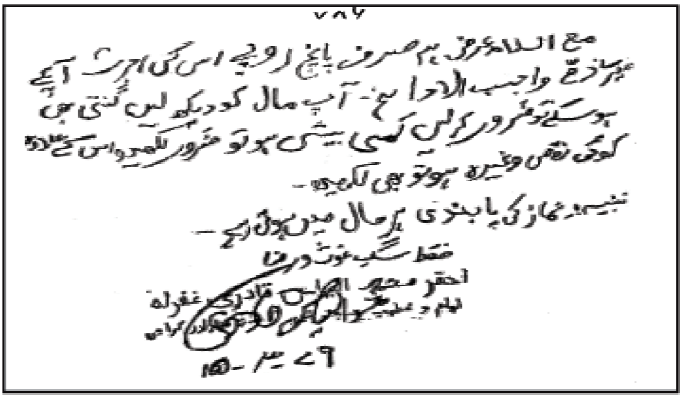

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৯) আমানত

১৪২০ হিজরীতে ভারতের মাদানী কাফেলা থেকে ফিরার সময় কেউ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জন্য মদীনাতুল আউলিয়া (আহমদাবাদ শরীফ) থেকে সুইয়ের বান্ডিল উপহার স্বরূপ পাঠালো, যা তাঁর খেদমতে উপস্থাপন করে দেয়া হলো এবং তিনি অভ্যাস বশত ইসলামী ভাইদের মাঝে বন্টন করা শুরু করলেন। কিন্তু পরে ভূল ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, এই সুইগুলো অন্য কারো **"আমানত"** ছিলো। অথচ আসলে সুইগুলো তাঁরই জন্য উপহার স্বরূপ এসেছিলো। এর কারণে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উদ্বেগের অবসানের জন্য একটি চিরকুট সতর্কতা বশত হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) প্রেরণ করেন। (এই চিরকুটের কপি হুবহু অপর পৃষ্ঠায় দেয়া হলো)

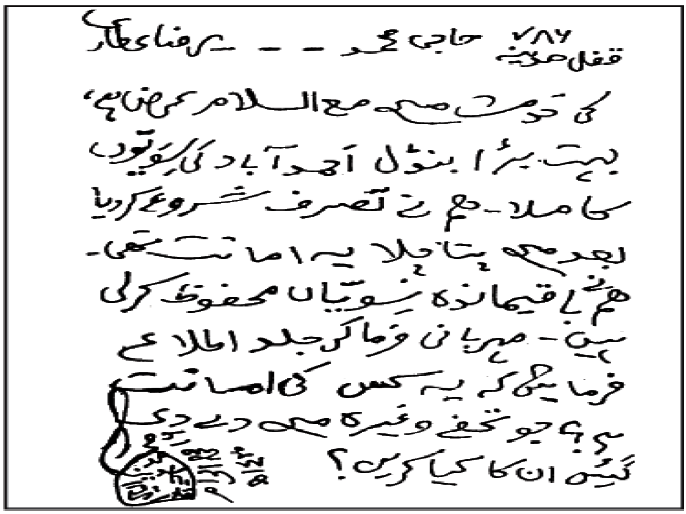

এই চিরকুটে কারো নিকট চাওয়া থেকে বাঁচার খুবই পরিণামদর্শী বাক্য রয়েছে **"যা উপহার স্বরূপ দিয়ে দেয়া হয়েছে, তা কি করবো"** অতঃপর তিনি এই সমস্যার সমাধানের জন্য কিরূপ ব্যাকুল ছিলেন যে, পেছনে লিখেন, **"আজই পৌঁছিয়ে দিন বা ফোন করে পড়ে শুনিয়ে দিন।"**

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২০) বড় রাতে ক্ষমা প্রার্থনা

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা যে, একবার আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমার কোন একটি উদাসীনতার জন্য আমাকে সাবধান করলেন। আমি তো খুশিতে আত্মহরা যে, তিনি আমাকে আমার নাম ধরে কথা বলেছেন এবং সংশোধনের মাদানী ফুল দ্বারা ধন্য করেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাকে একটি চিরকুট প্রদান করলেন। এতে লিখা ছিলো:

আলহাজ্ব হাফিয..... এর খেদমতে লজ্জাবনত সালাম

আপনাকে ধমক দিয়েছি, এই জন্য খুবই লজ্জিত, আজ বড় রাত আসছে। মন খারাপ করবেন না, তবে আমাকে ক্ষমা ক্ষমা এবং ক্ষমা করে দিন।

-সাগে মদীনা।

(এর মূল কপি হুবহু তুলে ধরলাম)

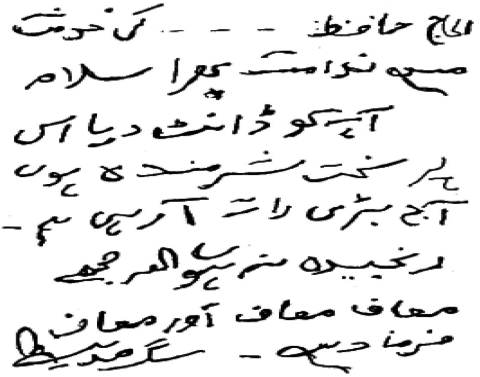

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২১) শবে মেরাজে ক্ষমা প্রার্থনা

এক মুবাল্লিগের আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সহচর্য পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকেন এবং এর বরকতে তার মাঝে মাঝে উৎসাহ ব্যঞ্জক সুবাশিত মাদানী ফুলের পাশাপাশি সংশোধনের মাদানী মুক্তোও নসীব হতে থাকে। স্মরনীয় শবে মিরাজুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২২ বজবুল মুরাজ্জব ১৪২৪ হিজরী আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে নম্রতায় ভরা একটি চিরকুট পেলাম। এতে লিখা ছিলো যে,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সাগে মদীনা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী عُفِيَ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে আমার চোখের তারা হাজী মুহাম্মদ ..... রযা আত্তারীর খেদমতে সবুজ গম্বুজকে চুম্বনকারী, আন্দোলিত সালাম, আজ স্মরনীয় শবে মেরাজ, কবুলিয়্যতের রাত, আমার এই বিষয়ে অনুভূতি জাগলো যে, আমি আপনাকে খুশি রাখতে বিফল হয়ে যাই, ধমকও দিয়ে দিই, আপনার মনে কষ্টও দিয়ে থাকি হয়তো, দয়া করে আপনার সকল হক যা আমার দ্বারা ক্ষুন্ন হয়েছে তা ক্ষমা করে দিন। মাগফিরাতের দোয়া ও মুখের নিরাপত্তার দোয়া করে দিন।
(এই চিরকুটটি হুবহু তুলে ধরা হলো)

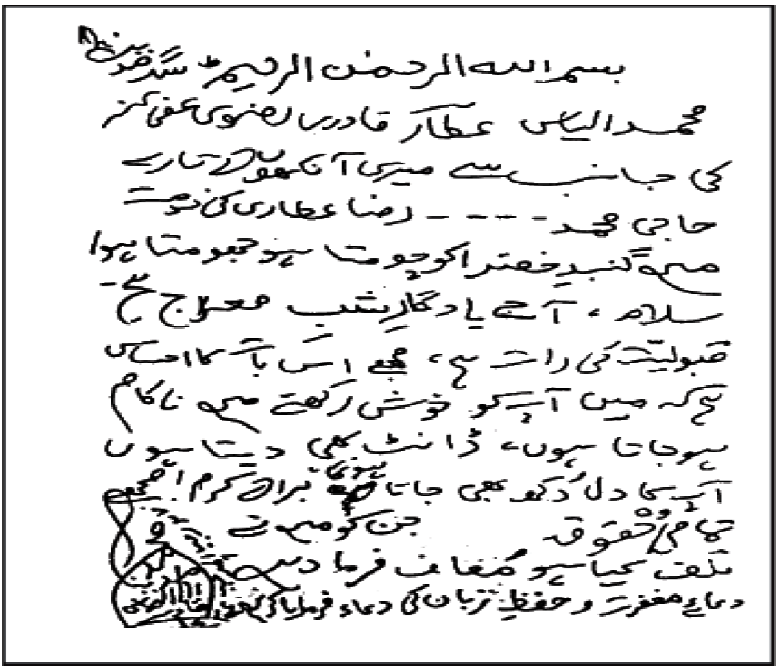

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২২) নিজের চেয়ে বয়সে ছোটদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

কিবলা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাঝে মাঝে তাঁর সাথে সংশ্লিষ্টদের উদাসিনতায় ভালবাসা ও মমতা সূলভ সংশোধনের মাদানী ফুল দ্বারা ধন্য করতে থাকেন, যাতে তাঁর সংশ্লিষ্টদের ভাগ্যের প্রতি গর্ব অনুভূত হতো যে, **আল্লাহ তায়ালা** এমন উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ সহচর্য দান করেছেন বলে কিন্তু আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তবুও অত্যধিক বিনয় পোষণ করে সতর্কতা বশত সংশ্লিষ্টদের নিকট ক্ষমাও চেয়ে নিতেন। একদিন কয়েকজন সংশ্লিষ্টদের বর্ণনা মতে তারা নিজেদের অসতর্কতা এভং উদাসিনতার প্রতি দৃষ্টি রেখে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে ক্ষমার লিখিত আবেদন করেন, যার প্রতিত্তোরে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে তারা একটি চিরকুট পেলো। এতে লিখা ছিলো:

আমার সাথী ইসলামী ভাইদের খেদমতে অনুতাপে ভরা সালাম,

মাঝে মাঝে আপনাদের ধমক দিয়ে দিই, মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, অতঃপর আফসোসও হয় কিন্তু তীর ধনুক থেকে বের হয়ে গেছে, আমি হাত জোড় করে আপনাদের সবার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। শবে মেরাজের সদকায় আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার মাগফিরাত, নিরাপত্তা এবং আসল মালিক মদীনায়।

দোয়া করতে থাকুন। ওয়াসসালাম -সাগে মদীনা

২৭ রজবুল মুরাজ্জব ১৪২৪ হিজরী

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৩) খোদাভীতি

১৩ জুমাদিউল উলা ১৪৩১ হিজরী আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনায় (করাচী) ফজরের নামাযের পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কোন একটি ব্যাপারে নামায পড়ানো ইসলামী ভাইকে

সংশোধন করলেন। সেই ইসলামী ভাই খুবই আনন্দিত ছিলো যে, আপনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং আমাকে সংশোধনের মাদানী ফুল দ্বারা ধন্য করেছেন, কিন্তু আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর খোদাভীতির প্রতি সাধুবাদ যে, তিনি যোহরের পর এই ইসলামী ভাইকে একটি চিরকুট প্রদান করলেন, এতে লিখা ছিলো:

৭৮৬

আজ সকালে সংশোধনের উদ্দেশ্যে কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করেছিলাম, এতে আমার অন্তরে শঙ্কা হচ্ছে যে, আপনার মনে কষ্ট পাননি তো, ক্ষমা করে ধন্য করবেন। ১৩ জুমাদিউল উলা ১৪৩১ হিঃ

(এই চিরকুটটি নিম্নে হুবহু তুলে ধরা হলো)

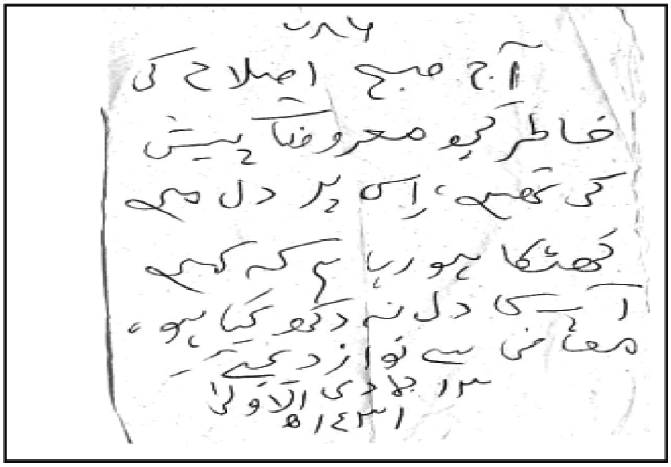

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৪) কোর্সের মুয়াল্লিমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

একজন রুকনে শূরার শপথকৃত বর্ণনার সারাংশ হলো যে, ২৫ শা'বানুল মুয়াজ্জম ১৪৩২ হিঃ (২৮-০৭-২০১১) বৃহস্পতিবার আসরের নামাযের পর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনায় (করাচী) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তরবিয়্যতি কোর্স অংশগ্রহনকারীদের সাথে সাক্ষাত করছিলেন, সাক্ষাতে সময় কোর্সর মুয়াল্লিম (অর্থাৎ তরবিয়্যতি কোর্সে প্রশিক্ষক) ইসলামী ভাইকে মোট দেখে তিনি ওজর কম করা সম্পর্কীত মাদানী ফুল প্রদান করলেন। রুকনে শূরার বর্ণনা হলো যে, ইশার নামাযের পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে আমার উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হলো, তখন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে যা কিছু বললেন তাতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রেরণা বিদ্যমান।

তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আজ সাক্ষাতের সময় আমি সবার সামনে যার ওজন কমানো সম্পর্কে বুঝিয়েছিলাম, মনে হয় সে মনে কষ্ট পেয়েছে, তাই আপনি আমার পক্ষ থেকে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবেন, অতঃপর তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাকতাবাতুল মদীনা থেকে নতুন প্রকাশিত মোটা কিতাব **"জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল"** (২য় অংশ) দিয়ে বললেন যে, এটাও তাকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দিবেন, তার মন খুশি হবে, এই কিতাবে ভালবাসা ভরা বাক্যও লিখে দেন এবং তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর স্বাক্ষরও ছিলো। রুকনে শূরা বলেন, আমার মনে খেয়াল আসলো যে, আহ! যা বলেছেন তা যদি লিখিত ভাবে হয়ে যেতো, তবে তা মানুষের জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক হতো। খোদার কসম! তখনও আমি ভাবছিলাম, এমন মনে হলো যে, আমার অলীয়ে কামিল মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমার মনে সৃষ্টি হওয়া আকাঙ্ক্ষা জেনে গেলেন, সাথেসাথেই তিনি প্যাডে ক্ষমা চেয়ে চিরকুট লিখে আমাকে দিতে গিয়ে বলেন, তাকে এটাও দিবেন।

চিরকুটে লিখা ছিলো: "ক্ষমার ভিখারী। আপনার সাথে ওজন কমানোর বিষয়ে যে কথাবার্তা হয়েছে তাতে আপনি কষ্ট পাননি তো, ক্ষমার সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। মনতুষ্টির জন্য উপহার স্বরূপ কিতাবটি গ্রহন করুন।" جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

২৬ শা'বানুল মুয়াজ্জম ১৪৩২ হিঃ

(কোর্সের মুয়াল্লিমকে যখন সমস্ত অংশগ্রহনকারীদের সামনে চিরকুটটি দেয়া হলো, তখন বিনয় ও খোদাভীতিতে ভরা লিখাটি পড়ে কান্না করতে লাগলেন। তখন সেখানে উপস্থিত মাদানী চ্যানেলের ক্যামরাম্যানের বক্তব্য হলো যে, আন্তর্জাতিক ভাবে প্রসিদ্ধ এত মহান ব্যক্তিত্বের এরূপ সাধারন ইসলামী ভাই থেকে ক্ষমা চাওয়া দেখে আমার লোম দাঁড়িয়ে গেছে, লিখাটি হুবহু লক্ষ করুন)

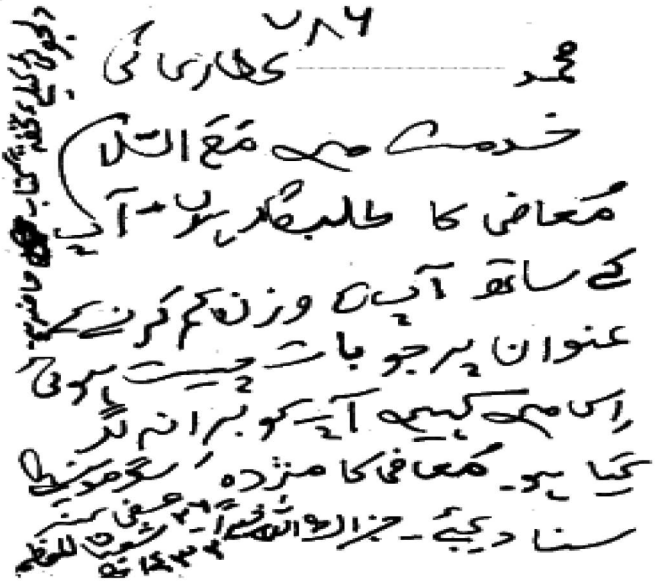

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৫) বিনয় ও খোদাভীতি

২২ রবিউল আউয়াল ১৪৩১ হিঃ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে কিছু জামেয়াতুল মদীনার যিম্মাদার উপস্থিত ছিলেন, একজন মাদানী ইসলামী ভাই আরয করলেন যে, আমাদের হায়দারাবাদের শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ ভাড়ায় বাবুল মদীনায় তরবিয়্যতি ইজতিমায় এসেছেন। এতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রশংসাসূচক বাক্য বলার পর বললেন যে, আপনাদের শহর তো নিকটে, ভাড়াও কম লাগে, পাঞ্জাব ওয়ালারাও নিজ নিজ ভাড়ায় এসেছে এই হিসেবে তারা বেশি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কিছুক্ষণ পর ইশার নামাযের জন্য ইসলামী ভাইয়েরা চলে গেলো।

২৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩১ হিঃ সেহেরীর সময় উপস্থিত ইসলামী ভাই থেকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সেই মাদানী ইসলামী ভাই সম্পর্কে জানতে চাইলেন যে, সে কোথায়? তাকে উপস্থিত না পেয়ে একটি খাম যিম্মাদার ইসলামী ভাইকে দিয়ে বললেন যে, রাতে যে মাদানী ইসলামী ভাই হায়দারাবাদের শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে কথা বলেছিলো তাকে পৌঁছিয়ে দিন। যখন সেই মাদানী ইসলামী ভাই খাম খুললো তখন তাকে ১০০ টাকার একটি নোট এবং বিনয় ও খোদাভীতি ভরপুর লিখা পাঠ করে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলেন, এতে কিছুটা এরূপ লিখা ছিলো:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সাগে মদীনা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী عُفِيَ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে আমার প্রিয় মাদানী বৎস ..... سَلَّمَهُ الْبَارِى এর খেদমতে সবুজ গুম্বুজে চুম্বনরত সালাম।

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দ্বীন ও দুনিয়ার বরকত দ্বারা সমৃদ্ধশালী করুক। আমীন

২২ রবিউল আউয়াল ১৪৩১ হিঃ আরো কিছু জামেয়াতুল মদীনার যিম্মাদারের সঙ্গে আপনিও উপবিষ্ট ছিলেন, আপনি বলেছিলেন যে, আমাদের হায়দারাবাদের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ভাড়ায় বাবুল মদীনায় তরবিয়্যতি ইজতিমায়

এসেছে, এতে আমি প্রশংসা করেছি তারপরে আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলো যে, **"আপনাদের শহর তো নিকটে, ভাড়াও কম লেগেছে, পাঞ্জাব ওয়ালাও নিজ নিজ ভাড়ায় এসেছে।"**

আমার এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভূলের জন্য লজ্জিত, ভয় হয় হয়তো আপনার মনোবল ভেঙ্গে গেছে, যদি তা কষ্টের কারন হয় তবে তাওবা করছি, আপনার নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার সেই কথাটি বলা উচিৎ হয়নি, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। যে ইসলামী ভাইয়েরা তখন উপস্থিত ছিলো সম্ভব হলে তাদেরকেও আমার তাওবা করা সম্পর্কে অবহিত করে আমার প্রতি দয়া করে দিন। চাইলে তাদেরকে আমার লেখার কপিও দিতে পারেন, আমাকে ক্ষমা করে ধন্য করে দিন তবে অনেক দয়া হবে।

মাদানী ফুলঃ اَلسِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ অর্থাৎ গোপন গুনাহের গোপন তাওবা আর প্রকাশ্য গুনাহের প্রকাশ্য তাওবা।

(হাদীসে পাক, ফতোয়ায়ে রযবীয়া)(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, হাদীস নং- ৩৩১, ২০/১৫৯)

১০০ টাকা আপনার জন্যই, মিষ্টি কিনে খেয়ে দুঃখ ভূলে যাবেন।

২৪ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৩১ হিঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর খোদাভীতিতে কম্পিত লেখনীটি হুবহু নিম্নে দেয়া হলো, যা পড়ে সম্ভবত অনেক সংবেদনশীল আশিকানে রাসূলের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গাল বেয়ে পরবে।

এই লিখাটি প্রত্যেক মুবাল্লিগ ও যিম্মদার এবং নিগরান বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য চলার পথের পাথেয় স্বরূপ। আহ! যদি আমরাও এর বরকতে নিজের জীবনে এই সতর্কতা গুলো অবলম্বন করতে পারতাম।

(এই লিখাটির কপি অপর পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করুন)

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط سگِ مدینہ محمد
الیاس عطار قادری رضوی عفی عنہ کی جانب
سے میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے
کی خدمت میں گنبدِ خضرا کو
چومتا ہوا سلام۔ اللہ عزوجل آپ کو دین و
دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ امین۔
۲۲ ربیع النور ۱۴۳۱ھ بشمول شبِ پیر
ذمہ داران جامعات المدینہ تشریف فرما
تھے آپ نے فرمایا کہ ہمارے حیدر آباد کے طلبہ
اپنے اپنے گھر جا کر باب المدینہ کے تربیتی اجتماع
میں آ رہے ہیں اس پر تحسین کے فوراً بعد میرے منہ
سے نکلا کہ آپ کا شہر قریب ہے گھر جانا کیا کام
لگتا ہے، پنجاب والے بھی اپنے اپنے گھر جا کر
آ رہے ہیں۔ اپنی سبقتِ لسانی پر نادم ہوں
ڈرتا ہوں کہیں آپ کی دل شکنی نہ (جاری...)

ہو گئی ہو، اگر یہ ایذا رسانی تھی تو توبہ
کرتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔
مجھے وہ جملہ نہ کہنا چاہئے تھا، برائے کرم
مجھے معاف فرما دیجئے۔ جو اسلامی بھائی اُس وقت
(میرے ساتھ) حاضر تھے ان کو بھی میری توبہ پر مطلع فرما کر
احسان بالائے احسان فرما دیجئے۔ چاہیں تو
ان کو میری تحریر کا عکس بھی دے سکتے ہیں
مجھے معافی سے نواز کر مطلع فرما دیجئے تو
کرم بالائے کرم ہوگا۔

مَدَنی پھول

اَلسِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِیَةُ بِالْعَلَانِیَةِ

یعنی خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور علانیہ کی علانیہ۔
(حدیث پاک – فتاوی رضویہ)

مکتوب آپ کی نذر ہے
چاہیں تو صفحہ کاٹ کر
فریم کروا لیجئے۔

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুরীদগণ এবং সংশ্লিষ্টরা আপন পীর ও মুর্শিদ এবং নেতার নিকট ক্ষমা চাইবে এটা তো বুঝে আসে কিন্তু এমন ব্যক্তিত্ব, উদাহরনিয় সৃষ্টি এবং কোটি কোটি মুসলমান তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মুরীদ হয়েছে, তিনি এরূপ বিনয় অবলম্বন করে নিজের চেয়ে বয়সে ছোটদের থেকেও ক্ষমা প্রার্থনা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, তবে তাকে এটাই বলা যায় যে, এটা **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রতি বিশেষ দয়া। তাঁর এই রীতি সকল মুসলমানের জন্য চলার পথের পাথেয়।

বয়ান চলাকালিন ক্ষমা প্রার্থনা করা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রায় ইজতিমা সমূহেও বিনয় প্রদর্শন করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ১৪২০ হিজরীতে বাবুল মদীনায় (করাচী) সিন্ধু পর্যায়ে হওয়া তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অপরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার উৎসাহ প্রদান করে নিজের ব্যাপারে কিছুটা এভাবে বলেন:

"যার সাথে মানুষ বেশি সম্পৃক্ত হয়, তার বান্দার হক ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি হয়। আমার সাথে সম্পৃক্ততার সংখ্যাও অনেক বেশি, জানি না কতজনই আমার দ্বারা মনে কষ্ট পেয়ে যাচ্ছে। আমি হাত জোড় করে আরয করছি যে, আমার দ্বারা কারো জান, মাল বা সম্ভ্রমের ক্ষতি হলে তবে দায়া করে তারা যেনো প্রতিশোধ নিয়ে নেয় বা আমাকে ক্ষমা করে দেয়, যদি কেউ আমার থেকে ঋণ পায় তবে উসুল করে নিন, যদি উসুল করতে না চান তবে ক্ষমা করে দিন।

আমি যাদের থেকে ঋণ পাবো আমার ব্যক্তিগত টাকা হলে আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। হে **আল্লাহ**! আমার কারণে কোন মুসলমানকে আযাব দিও না। যে আমার মনে আঘাত দিয়েছে বা মনে আঘাত দিবে, আমাকে মেরেছে বা ভবিষ্যতে মারবে, আমার প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছে বা ভবিষ্যতে করবে এমনকি যদি শহিদও করে দেয়, আমি সকল মুসলমানকে আমার বর্তমান ভবিষ্যৎ সকল হক ক্ষমা করে দিলাম। **হে আমার প্রিয় আল্লাহ**! তুমিও আমি নগন্য ও অসহায় বান্দার পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার কারণে কাউকে আযাব দিওনা।"

একবার ইজতিমার সময় বলেন: সকল ইসলামী ভাই যারা এখন সিন্ধু প্রদেশের ইজতিমায় উপস্থিত, ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়ার যেখান থেকেই আমাকে শুনছেন বা ঐসকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন যারা ক্যাসেটের মাধ্যমে আমাকে (নিজেদের জীবদ্দশায় যখনই) শুনছেন অথবা আমার লিখিত বয়ান পাঠ করছেন তাদের মনযোগ আকৃষ্ট করছি যে, যদি আমি কখনো আপনার হক ক্ষুন্ন করে থাকি তবে আমাকে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে দিন, বরং দয়ার উপর দয়া তো এটাই হবে যে, ভবিষ্যতের জন্যও ক্ষমা করে দিন। মেহেরবানী করে! মনের গভীর থেকে একাবর মুখে বলে দিন, **"আমি ক্ষমা করে দিলাম।"** (জুলুমের পরিনতি, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিজের হক ক্ষমা করা এবং অপরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

অনুরূপভাবে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর যুগ প্রসিদ্ধ রচনা **"গীবত কি তাবাকারিয়াঁ"** এর ১১২ পৃষ্ঠায় নিজের হক ক্ষমা করার পাশাপাশি হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে বিনয় অবলম্বন করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যাতে তাঁর নম্রতার অনুমান করা যায়। যেমনটি তিনি বলেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজ পাওনাদারদের যাবতীয় দেনা পাওনা, চোরদের যাবতীয় চুরিকৃত জিনিস, প্রত্যেকের গীবত, অপমান-অবজ্ঞা, নিপীড়ন-নির্যাতন সহ যাবতীয় দৈহিক ও আর্থিক হক সমূহ ক্ষমা করে দিলাম এবং ভবিষ্যতের জন্যও সকল প্রকার হক সমূহ অগ্রিম ক্ষমা করে দিলাম। যেমন; **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মাদানী অসিয়তনামা'** নামক রিসালার ১০ পৃষ্ঠায় সম্মান সম্ভ্রম ও আত্মিক বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে: কেউ আমাকে ভালমন্দ বলে থাকলে কিংবা গালি বা আঘাত দিয়ে থাকলে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে অগ্রিম ক্ষমা করে দিলাম। কেউ আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকলে, তার থেকে প্রতিশোধ নিবেন না। মনে করুন যদি কেউ আমাকে শহীদও করে দেয়, তারপরও তার প্রতি আমার যাবতীয় প্রাপ্য আমি অগ্রিম ক্ষমা করে দিলাম। আমার ওয়ারিশদের প্রতিও আমার অনুরোধ, তারা যেনো আমার হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দেয় (এবং মামলা মোকাদ্দমা ইত্যাদি না করে) যদি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশের বদৌলতে হাশরের ময়দানে আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ হয় তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি আমার হত্যাকারীকে তথা আমাকে শাহাদতের অমীয় সুধা পানকারীকেও জান্নাতে নিয়ে যাবো, যদি সে ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করে থাকে।

যদি আসলেই আমাকে শহীদ করে দেয়া হয়, তজ্জন্য যেনো কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হরতাল-অবরোধ ইত্যাদি ডাকা না হয়। যদি মানুষের ব্যবসা বানিজ্য, কাজ কারবার জোর জবরদস্তি করে বন্ধ করে দেয়া, এছাড়া দোকান পাট, গাড়িতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা ইত্যাদির নামই হরতাল হয়ে থাকে, তবে কোন মুফতিই মানুষের হক ধ্বংস করার এরূপ কার্যকলাপকে জায়িয বলতে পারবেন না। এরূপ হরতাল সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এরূপ আবেগ তাড়িত পদক্ষেপ দ্বারা দ্বীন দুনিয়ার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই সাধিত হয়না। সাধারণত হরতাল-অবরোধ করে খুব তাড়াতাড়িই ক্লান্ত

হয়ে পড়ে। অতঃপর শাসক গোষ্ঠী তাদেরকে ধর-পাকড়, গ্রেফতার বন্দী করে আইনের আওতায় নিয়ে আসেন।

প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা : মুসলিম হত্যার মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে তিনিটি হক সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। (১) আল্লাহর হক (২) নিহতের হক (৩) ওয়ারিশদের হক। নিহত ব্যক্তি যদি তার জীবদ্দশায় অগ্রিম ক্ষমা করে দেয়, তাহলে শুধুমাত্র তার হকই ক্ষমা হবে। **আল্লাহ**র হক থেকে মুক্তি লাভের জন্য **তাঁর** দরবারে একনিষ্ঠতার সাথে তাওবা করতে হবে আর ওয়ারিশদের হক তাদের ইচ্ছাধীন তারা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতেও পারে, আবার ইচ্ছা করলে কিসাসও নিতে পারে। যদি দুনিয়ায় ক্ষমা প্রদর্শন কিংবা কিসাসের কোন ব্যবস্থা না হয়, তবে পরকালে ওয়ারিশরা তাদের হক দাবী করতে পারে।

ছদকে পিয়ারে কি হায়াকা কেহ না লে মুঝ সে হিসাব
বখশ বে পুছে লাজায়ে কো লাজানা কেয়া হে

সকল ইসলামী ভাই-বোনদের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন, যদি আমি আপনাদের কারো গীবত করে থাকি, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকি, কাউকে হুমকি ধমকি দিয়ে থাকি, যে কোন উপায়ে কারো মনে আঘাত দিয়ে থাকি, তাহলে আমাকে ক্ষমা, ক্ষমা এবং ক্ষমা করে দিন। দুনিয়াতে যেটিকে বৃহত্তম বান্দার হক হিসেবে বিবেচনা করা হয় যদি তাও আমি নষ্ট করে থাকি, এবং সর্বাধিক ছোট হকটিও আমি ধ্বংস করে থাকি তাও আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং অসীম সাওয়াবের ভাগীদার হোন। আপনাদের নিকট করজোড়ে আমি মাদানী অনুরোধ জানাচ্ছি কমপক্ষে একবার অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলুন: **"আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুহাম্মদ ইলিয়াছ আত্তার কাদিরী রযবীকে ক্ষমা করে দিলাম।"**[১]

---

১. আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই কর্মটি সকল মুসলমানের জন্য অনুসরন যোগ্য। খোদাভীতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই নির্দেশক লেখনির মাধ্যমে নিজের সংশ্লিষ্টদের, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের তালিকা বানিয়ে এক একজনের নিকট ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন।

যার উপর আমার ঋণ রয়েছে কিংবা কোন কিছু ধার স্বরূপ নিয়ে পূনরায় ফেরত না দিয়ে থাকি তবে সে যেন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযি মজলিশে শূরার নিগরান অথবা গোলামজাদাদের নিকট থেকে নিয়ে নেয়। তারা যদি তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা দিয়ে ধন্য করে আখিরাতে সাওয়াবের ভাগী হোন। আর যাদের নিকট আমি ঋণ পাই আমি আমার সমূদয় ব্যক্তিগত ঋণ ক্ষমা করে দিলাম। **হে মালিক**!

তু বে হিসাব বখশ কেহ হে বে হিসাব জুরম
দেতা হুঁ ওয়াসেতা তুঝে শাহে হিজায কা

বান্দার হকের ব্যাপারে ভীত লোকেরা মনযোগ দিন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঈমানোদ্দীপক ঘটনা ও বাণী সমূহ পাঠ করে যেসকল ইসলামী ভাইয়েরা বান্দার হক আদায়ের মানসিকতা তৈরি হয়েছে, তাদের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কৌশলপূর্ণ মাদানী বাণী সমূহ উপস্থান করছি।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যেসকল ইসলামী ভাই বান্দার হকের ব্যাপারে ভীত আর এখন চিন্তায় পরে গেছেন যে, আমরা তো জানিনা কতজনের হক ক্ষুন্ন করেছি এবং কতজনের মনে কষ্ট দিয়েছি, এখন আমরা তাদেরকে কোথায় কোথায় খুঁজবো?

তবে আরয হলো যে, যে যে লোকের মনে কষ্ট ইত্যাদি দিয়েছি যদি তাদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয় তবে তাদেরকে সন্তুষ্টি করে নিন এবং যদি মৃত্যুবরন করে বা হারিয়ে যায় অথবা মনেই নেই যে, কোন কোন লোক, তবে প্রত্যেক নামাযের পর তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন। চাইলে প্রত্যেক নামাযের পর এভাবে বলুন:

"হে **আল্লাহ**! আমি এবং আজ পর্যন্ত যেই যেই মুসলমানের হক ক্ষুন্ন করেছি, তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন।"

আল্লাহ তায়ালা দয়া অনেক মহান, হতাশ হবেন না, নিয়্যত পরিস্কার তো গন্তব্য নিকটেই। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার লজ্জাবনত হওয়া কাজে আসবে এবং **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় বান্দার হক ক্ষমা হওয়ার উপায়ও **আল্লাহ তায়ালার** দয়ায় হয়ে যাবে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"গীবত কি তাবাকারিয়াঁ"** এর ২৯৬ পৃষ্ঠায় বলেন:

যে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি এ সংকল্প করে নিয়েছে যে, আমাদেরকে গীবতের ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জোরালো প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তারা নিজেদের মধ্যে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, আমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ কারো গীবত করা শুরু করে দেয়, তাহলে উপস্থিত ব্যক্তি তাকে তার সাধ্য অনুযায়ী মুখে গীবত থেকে বাধা প্রদান করবে এবং তাকে তাওবা করার জন্য বলবে। তাওবা করার জন্য বলার আগে ও পরে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলে তাকে দুরূদ শরীফ পাঠ করানোর পাশাপাশি বলবে تُوْبُوْا اِلَى الله! অর্থাৎ তুমি **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে তাওবা করার সৌভাগ্য অর্জন করো। এটা শুনে গীবতকারী বলবে: اَسْتَغْفِرُ الله (অর্থাৎ আমি **আল্লাহ তায়ালার** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এভাবে সাথে সাথেই তাওবার সৌভাগ্য নসীব হবে। যারা গীবত করতে শুনেনি তাওবা করার সময় তাদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আওয়াজও হাবভাব এরূপ হতে পারবে না, যাতে গীবত সম্পর্কে অবহিত নয় এমন ব্যক্তিরাও নির্দ্বিধায় বলতে পারে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ অমুক গীবত করেছে। (গীবত কি তাবাকারিয়্যাঁ, ২৯৬ পৃষ্ঠা)

এছাড়াও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উল্লেখিত পদ্ধতিও গীবত থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে খুবই উপকারী যে, "দু'জন, তৃতীয়জনের এবং তিনজন হলে চতুর্থজনে যথা সম্ভব আলোচনাই করবে না। যদি করতেই হয় তবে শুধুমাত্র ভাল গুণ বর্ণনা করুন।" আরো বিস্তারিত জানতে **"গীবত কি**

তাবাকারিয়াঁ” কিতাবের ২৪৮ পৃষ্ঠা থেকে **“গীবতের প্রতি উদ্ভুদ্ধকারী ১৬টি বিষয়ের বর্ণনা”** এবং ২৫৭-২৮২ পৃষ্ঠা থেকে **“গীবতের ১০টি বিস্তারিত প্রতিকার”** পাঠ করাও অতীশয় জরুরী।

আল্লাহ তায়ালার রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❊ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা